International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 7 Issue 12, December 2017,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell"s Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

যন্ত্রসভ্যতা ও রমাপদ চৌধুরীর গল্প

মিলন মণ্ডল

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, এস. আর. এফ. কলেজ, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ

Jantra sobhayata O Ramapada Chowdhury

Milan Mandal

Assistant Professor, Bengali Dep. S.R.F. College, Beldanga, Murshidabad

বাংলা ছোটোগল্পের ধারায় নানা ধরনের গল্প রচনায় সিদ্ধহস্ত রমাপদ চৌধুরী। তাঁর হাত থেকে আমরা বিভিন্ন প্রকার গল্প পেয়েছি। সামাজিক, রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক সব শ্রেণি মিলিয়ে প্রায় দেড়শোটি মতো গল্প রচনা করেছেন। গল্প রচনা করতে গিয়ে তিনি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষদের যেমন তুলে এনেছেন, তেমনি আগামীতে সমাজ কোন পথে যাবে তারও ইঙ্গিত নানা গল্পে তুলে দিয়েছেন। মূল্যবোধের অবক্ষয়ের সঙ্গে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য মানুষের জীবনে যে অধঃপতন দেখা যায়, তা বেশ কিছু গল্পে রমাপদ চৌধুরী তুলে ধরেছেন। এই পর্যায়ের গল্পগুলির মধ্যে যান্ত্রিক সভ্যতার অগ্রগতির নানা চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন। যন্ত্র সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সামাজিক অবস্থারও পরিবর্তন ঘটেছে। এইরূপ কয়েকটি গল্প হল– 'রত্নকূট', 'সহযোগ', 'বড়বাজার', 'টাকার দাম' প্রভৃতি।

উচ্চবিত্ত সামাজিক জীবনের এক দলিল হল 'রত্নকূট'। শিল্পপতি মোহনলালের জীবনের উত্থান-পতনের কাহিনি হল রত্নকূট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী কলকাতা কেন্দ্রিক জনজীবনের উপর ভিত্তি করে এই সামাজিক গল্পটি গড়ে উঠেছে। শিল্পপতি বাবার সাংসারিক জীবনের নানা দ্বন্দ্বমুখর ঘটনা গল্পটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। মোহনলাল, অবন্তী, শোভন, অলকা-কে নিয়ে মোহনলালের স্বপ্নের সংসার। তারমধ্যে স্ত্রী মারা গেছে — অলকার জন্মের কয়েক মাস পরে। কাজেই সংসারের যাবতীয় বিষয়গুলি দেখভাল করার জন্য অবন্তী বাবার কাছে এসে থাকে। বাবাকে নিঃসঙ্গ জীবন থেকে কিছুটা মুক্তি দেওয়ার জন্য অবন্তীর এই আত্মত্যাগ। বাবার সঙ্গে থেকে সে বাবাকে স্বস্তি দিতে চেয়েছে। মোহনলালের বড় ছেলে বিদেশে থাকে। মোহনলালের মনঃপুত হয়নি ছেলের কাজ — তবুও সে বাধা দেয়নি, ছেলের শখকে গুরুত্ব দিয়েছে। মোহনলালের যত ভাবনা ছোট মেয়ে অলকাকে নিয়ে। মা-মরা মেয়ের প্রতি মোহনলালের মায়া – একটু বেশীই। লোহালক্করের কারখানার উপর ভিত্তি করেই মোহনলাল আজ বড় শিল্পপতি হয়েছে। সমাজের বড়লোক বলে খ্যাতি অর্জন করেছে। আঠারোজন অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক — আটমাস ধরে আয়-ব্যয়ের হিসেব কষে, আয়করের পরিমাণ নির্ধারণ করে। আয়কর দেবার মধ্যেও মোহনলাল যেন ত্যাগের গরিমা অনুভব করে।

গল্পটির মধ্যে বাঙালী জীবনের মূল্যবোধের অবক্ষয়ের চিত্র ধরা পড়েছে। প্রাক্ দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠার একটা আবহ মাঝে মাঝে তৈরী করেছেন লেখক। ওঝার সংলাপের মধ্যে যুদ্ধের আভাস পাওয়া যায়। ওঝা যখন বলে —

"এমনি যা মাল বেরুচ্ছে তারই মার্কেট মিলছে না — কিন্তু যুদ্ধতো আবার লাগল বলে।"[১]

তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাভাষেরই ইঙ্গিত দেয় পাঠককুলকে 'সৌদামিনী আয়রণ-ওয়ার্কসের' মালিক রূপে মোহনলালের উত্থান ও পতনের কাহিনী গল্পটিকে আকর্ষমীয় করে তুলেছে। অমলেন্দুকে মোহনলালের বেশ

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 7 Issue 12, December 2017,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell"s Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

ভালো লাগে, অমলেন্দু হাজরা তাই গল্পের মূল চরিত্রের মধ্যে অন্যতম চরিত্র 'শ্রমজীবী মানুষের' শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধি রূপে এই গল্পে উঠে এসেছে অমলেন্দু। শ্রমজীবী মানুষের মধ্য থেকে বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখে অমলেন্দু' তাঁর সেই স্বপ্নই তাকে কর্মদক্ষতা বাড়িয়ে দেয়। তাই মোহনলাল তাকে ডাকে 'ছোট সাহেব' বলে। অমলেন্দুর স্বপ্ন, তার কর্মদক্ষতা ও জয়েস্টের নতুন ডিজাইন আবিস্কার — তাকে খ্যাতির পারদ চূড়াই পৌঁছে দিয়েছে। সেই সঙ্গে পেয়েছে মোহনলালের সমর্থন। কারণ মোহনলাল অমলেন্দুকে ছোট মেয়ে - অলকার সঙ্গে বিয়ে দেবেন বলে মনোস্থির করে ফেলেছিলেন। অমলেন্দুও এত দিন যে কল্পনার স্বপ্নসৌধ গড়ে তুলেছিল, তা যে হঠাৎ ঝড়ের দাপটে চুরমার হয়ে যাবে কখনো তার মগজে ঢোকেনি। তাই প্রথম আঘাতটি আসে এ-এফের পোস্টে তাকে নিয়োগ না করায়। মোহনলালের হঠাৎ সিদ্ধান্তের ফলে অমলেন্দু এ-এফের পোস্টে নিয়োগ হতে পারলেন না। এযেন শ্রমিক মালিক দ্বন্দ্বেরই বহিঃপ্রকাশ।

গল্পটি কেন্দ্রীয় চরিত্র রূপে মোহনলালের ভূমিকায় বেশী। সমস্ত গল্পের কাহিনী মোহনলালকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। মানুষ হিসেবে মোহনলাল মন্দ নয়। ব্যবসায় লাভবান হলেও অহংকারী নন। বরঞ্চ দুর্ভিক্ষের সময় তিনটে ফ্রি কিচেন খুলে দিয়ে দেশের কঙ্কাল মানুষগুলির পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। এ তাঁর মহৎ মনেরই পরিচয়। না খেতে পেয়ে মৃত মানুষগুলিকে দেখে তাঁর চোখেও জল আসত। তবুও মাঝে মনের মতিভ্রমের কারণে চরিত্রের স্খলন ঘটিয়েছেন।প্রথমযাত্রায় মোলনলালকে বাঁচিয়েছিলেন তারই গাড়ির ড্রাইভার বাহাদুর। সেই ঘটনায় লজ্জায় মুখ তুলতে পারছিলেন না মোহনলাল বাহাদুরের সামনে। আবার যে অমলেন্দুকে ছোট জামাই করবেন বলে স্বপ্ন দেখেছিলেন হঠাৎ একদিন তাকে ডেকে বললেন —

"অলকার বিয়ে দিন-বিশেকের মধ্যে।"[২]

নিমেষের মধ্যে অমলেন্দুর এতদিন ধরে তিল তিল করে গড়ে ওঠা স্বপ্নকে ভেঙে দিলেন অনায়াসে। মোহনলাল এক অদ্ভুদ চরিত্র। বাণিজ্যপতি হওয়াতে তিনি শ্রমিক শ্রেণী থেকে উঠে আসা অমলেন্দুকে জামাই রূপে সম্পূর্ণ রূপে মেনে নিতে চাননি। তাইতো তাকে প্রত্যক্ষ আঘাত হানলেন। মোহনলালের চরিত্রের মধ্যে নানা গুণের সমাবেশ যেমন ঘটেছে তেমনি চরিত্র হননের জন্য লোভ-লালসা-কাম তাকে বিপথে টেনে নিয়ে গেছে। তাইতো সোহাগীর রূপ লাবণ্য তাঁর মনের গভীরে তীব্র আকর্ষণবোধ জাগিয়ে ছিল। সোহাগীর রূপ বর্ণনায় লেখক বলেছেন —

"শাড়ি ঠিক করে নেবার ভঙ্গীতে সোহাগী আঁচলটা খুলে ভাঁজ করে নিল, সরু আকারের আঁচলের রেখাটা টান টান করে বুকের মাঝখানে দিয়ে চালিয়ে দিল।"[৩]

– তারপর এই রূপের মায়াজালেই মোহনলাল ধরা পড়েছে। ক্ষণিক মতিভ্রমের কারণেই তাঁর এই সোহাগীর প্রতি আকর্ষণ জন্মেছিল ঠিকই, কিন্তু বাহাদুরের তৎপরতায় সেই যাত্রায় রক্ষা পায় মোহনলাল। পদস্খলনের হাত থেকে রক্ষা করে বাহাদুর পরক্ষণেই মোহনলালের মনে নানা প্রশ্ন, নানা বিবেক দংশন কাজ করতে থাকে। এ যেন এক ভিন্নমাত্রার চরিত্র রূপে। মোহনলালের পুনর্জন্ম হল।

মোহনলালের মনের গভীরে রূপের প্রতি যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল — তার প্রমাণ মেলে গল্পের শেষ পর্যায়ে। 'কাঞ্চিনী' আয়ার রূপ লাবণ্যের কাছে মোহনলাল আত্মসমর্পণ করলেন। গল্পের কাহিনীতে মোহনলাল রূপলাবণ্যের কাছে, যৌবনের কাছে হার মানতে বাধ্য হলেন সমস্ত মান-সম্মান, খ্যাতি-যশ জলাঞ্জলি দিয়ে। কাঞ্চিনীর রূপের বর্ণনা লেখক সুনিপুণভাবে করেছেন। যখন তিনি বলেন –

"কিন্তু কাঞ্চিনী আয়ার দিকে চোখ পড়তেই সেদিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। পাহাড়ী মেয়ে এই আয়া, আপেল লুকানো গাল, সুস্থ আর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহ। লাবণ্য টলমল করছে গালে। ঘুমের

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 7 Issue 12, December 2017,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell"s Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

ঘোরে বসন হয়েছে শিথিল। আঁচল খসে পড়েছে বুক থেকে, লাল গুলবাহার আঁট আঙিয়ার বাঁধন চোখ ঝলসে দেয়। স্যার মোহনলাল চোখ ফেরাতে পারলেন না। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন তিনি। ..."[৪]

— মোহনলালের মনের এই খিদেই তাকে পদস্খলনের পথে ঠেলে দিয়েছে। যে ছিল গভীর দৃঢ়চেতা মানুষ সেই মানুষটি কীভবে রূপ মাধুর্য্যের কাছে নিজেকে ধরা দিয়ে ফেলল এ গল্প তারই ইঙ্গিত দেয়। শ্রমিকের কাছে পরাজিত না হয়ে তার পারলেন না বাণিজ্যপতির আভিজাত্য ধরে রাখতে। তমলেন্দুর কাছে হার না মানলেও কাঞ্চিনীর রূপের কাছে হার মানতে বাধ্য হলেন মোহলনলাল। সেদিক থেকে মালিক পক্ষের পরাজয় ঘটেছে শ্রমিক শ্রেণীর হাতে — একথা অনায়াসেই বলা যেতে পারে। 'রত্নকূট' গল্পটিতে মোহনলালের রত্ন কন্যাদের কাছে কীভাবে সাময়িক ভুলের কারণে মোহনলাল কূটরূপে পরিণত হয়েছে সেই ঘটনায় প্রাধান্য পেয়েছে। মোহনলালের মতো চরিত্র বাংলা ছোটগল্পে খুব একটা চোখে পড়ে না। এক বাণিজ্যপতির, এক আদর্শ পিতার, এমন পদস্খলনের চিত্র বাংলা কলাসাহিত্যে মেলা ভার। মালিক শ্রেণীর পরাজয়ে শ্রমিকশ্রেণীর জয়ের অভিব্যক্তি গল্পটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। যুদ্ধোত্তর আবহের মধ্যে মালিক-শ্রমিক শ্রেণীর দ্বন্দ্ব মুখর ইতিহাস গল্পটিকে আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছে।

'সহযোগ' গল্পটি শুরু হচ্ছে রেল কলোনির বর্ণনার মধ্য দিয়ে। পাশাপাশি রূপনারায়ণ, মহানদী, কংসাবতী ও মধুবাটি নদীর অপরূপ লাবণ্য লেখক তুলে ধরেছেন। প্রকৃতিরূপের বর্ণনার সঙ্গে প্রকৃতির উপর মানুষের আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াস গল্পকার নিপুণভাবে দেখিয়েছেন। যন্ত্রসভ্যতা তথা রেল সম্প্রসারণের চিত্র গল্পটির সূচনায় লেখক দেখিয়েছেন। অর্থপিপাসু লোভী মনের পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন —

"বিশাল দর্শন লোহার থাম, বড়ো বড়ো টি আর জয়েন্ট, অ্যাঙ্গেল আর স্টিলের পাত দিয়ে মড়ে দিয়েছে নাগরাশ্লেষী নদীর বুক ..."[৫]

ভারতীয় রেলের বিস্তারের চিত্র দেখানোর প্রসঙ্গে যান্ত্রিক সভ্যতার বিস্তার যেমন দেখিয়েছেন তেমনি নদীর গতিধারার স্পন্দন কীভাবে ধ্বংস হচ্ছে, বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে সেই চিত্র দেখাতেও লেখক ভুল করেননি। গল্পটি প্রকৃতি রূপের বর্ণনার মধ্য দিয়ে শুরু করে লেখক সুনিপুণভাবে কর্ণেল জনসনের নাম উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর বড়ো বাড়িটার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছেন। কর্ণেল জনসন চিপ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, বাবুলডিহির ডিরেক্টর। কর্ণেল জনসনের পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক অতীত ইতিহাসের কথা বলেছেন। মহাযুদ্ধের কথা, মেসোপটেমিয়ার কথা — যা আমাদের ইতিহাসের ঘটনাকেই মনে করায়। লেখক জনসনের চেহারার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন —

"মেসোপটেমিয়ার এক ফ্রেঞ্চ-ফাইটে বেয়নেটের খোঁচা লেগে গলে গিয়েছিল বাঁ চোখের তারা। লন্ডনের একটা পাইপ-অ্যাক্সিডেন্টে জখম হয়ে ডান হাতটা কেটে বাদ দিতে হয়েছে কাঁধ থেকে। লোকে বলে বসন্ত, তা নয় যৌবনের অ্যাকনি ভালগারিসের দাগ সমস্ত মুখে। ডানদিকের কোটের হাতটা লটপট করে, বাঁ চোখের ঝিমিয়ে পড়া পাতা দটোর মাঝখানে খানিকটা লালচে মাংস। সব মিলে একটা বীভৎসতার ছাপ রেখে গেছে।"[৬]

জনসনকে কেন্দ্র করেই রেল কলোনির মানুষগুলির যাবতীয় জিজ্ঞাসা। এক অদ্ভুত রহস্যে আবৃত জনসনের জীবনকাহিনি। 'সহযোগ' গল্পটির দুটি পর্যায় স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রথম পর্যায়ে জনসনের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে, আর দ্বিতীয় পর্যায়ে শিবনাথের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে জনসনের চরিত্রের এক একটি দিক লেখক পাঠকের সামনে উন্মোচন করেছেন। জনসনের বাড়ির বর্ণনা লেখক সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। জনসনের ক্ষমতা, তাঁর দানশীলতা, তাকে বড়ো মনের বড়ো মাপের মানষ করে তলেছে কলোনির শ্রমিকদের কাছে। এক

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 7 Issue 12, December 2017,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell"s Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

গোপন রহস্যময় চরিত্র রূপে জনসন সাহেব পূজিত হয়ে আসছেন। প্রথম পর্যায়ের সঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায়ের সংযোগ ঘটেছে জনসনের বাড়িটিকে কেন্দ্র করে। জনসনের সঙ্গে দেখা করানোর জন্য রমাপদ চৌধুরী 'সহযোগ' গল্পটির মধ্যে একদিকে যান্ত্রিক সভ্যতার আগ্রাসী ভূমিকা যেমন দেখিয়েছেন তেমনি প্রাণের স্পন্দনকেও তুলে ধরেছেন। 'সহযোগ' গল্পটি কাহিনিপ্রধান। তবুও রমাপদ চৌধুরীর নিজস্বতার ছাপ স্পষ্ট। রমাপদ চৌধুরীর নিজস্ব পরিচিত ছেলেবেলার সাহেব বাগান গল্পটির ক্যানভাস রূপে উঠে এসেছে। স্মতিচারণ করতে গিয়ে রমাপদ চৌধরী বলেছেন —

> "স্কুলে পড়ার সময় আমরা কয়েকজন বন্ধু প্রায়ই ভোরবেলা খড়্গপুর শহরে সাহেবপাড়া দিয়ে বেড়াতে যেতাম। ছবির মতো ফুলের বাগান দিয়ে ঘেরা সাহেবপাড়ার বাড়িগুলো আমাদের টানত।"[৭] (৩ স্ - ৩, রমাপদ চৌধুরী সংখ্যা, উজাগর, একাদশ বর্ষ, প্.১৮৪)

'সহযোগ' গল্পের সূচনা অংশের সঙ্গে এই বর্ণনা অনেকটাই মিলে যায়। মধ্যবিত্তীয় মানসিকতায় গড়ে ওঠা শিবনাথের মন ক্রমাগত স্ত্রী রাণীর প্রতি অবিশ্বাসে ভরে উঠেছে। নিজের স্বচক্ষে স্ত্রী রাণীকে ধীরেণের কোয়ার্টারে ঢুকতে দেখে শিবনাথের মনে সন্দেহের দানা বেঁধেছে। এই সন্দেহ অবিশ্বাসের, ঈর্ষার। নিজের কর্মক্ষমতার ব্যর্থতার হাহাকার শিবনাথকে বিচলিত করে তুলেছে। তাই তো শিবনাথ নিজের স্ত্রী রাণীকে রাতের অন্ধকারে বিছানায় খঁজে হাত বাড়িয়ে রাণীকে না পেয়ে শিবনাথের বুকের ভিতরটা চঞ্চল হয়ে ওঠে, ভাবে —

> "তবু কেমন যেন একটা জাতক্রোধ গজিয়ে উঠেছে শিবনাথের মনে — রাণীকে কোনও দিন বীরেনের সঙ্গে কথা বলতে দেখেনি, তবু।"[৮]

আসলে শিবনাথের মনে মনস্তত্ত্বের চোরাবালি জেগে উঠেছে। এ যেন ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের ছবিই ফটে উঠেছে।

গল্পটি সামাজিক গল্পের শ্রেণিভুক্ত। জনসন, বীরেন, অমিতা, শিবনাথ, রাণী — এদের নিয়ে গল্পের কাহিনি গড়ে উঠেছে, প্রথমে জনসন ও রেলকলোনির মানুষগুলির জীবনকথা যেমন লেখক তুলে ধরেছেন তেমনি দ্বিতীয় পর্বে শিবনাথ, রাণী, বীরেন ও অমিতা-র কাহিনি গল্পটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। মধ্যবিত্ত সমাজের আশা ও স্বপ্নভঙ্গের কথা যেমন দেখিয়েছেন তেমনি রেল কলোনির মানুষগুলির হাহাকারের চিত্র। কর্ণেল জনসনের মতো এক দৃঢ়চেতা মানুষের অন্তরের শূন্যতার ছবি দেখাতেও লেখক ভুল করেননি। মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন, অমানবিক আধনিক বাস্তবতার জীবন পর্যবেক্ষণ, অর্থনৈতিক জীবনের টানাপোড়েন, গল্পটিকে রসোত্তীর্ণ করে তলেছে।

'বড় বাজার' গল্পটি যুদ্ধবিধ্বস্ত কলকাতার পরিস্থিতিকে ফুটিয়ে তোলার জন্য স্বাধীন ভারতের সমাজনীতির আদর্শ, শিক্ষানীতির আদর্শ, বণিকের স্বার্থকে সংক্রমিত করছে। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার সঙ্গে মানব সভ্যতার দ্বন্দ্ব গল্পটির মূল বিষয়। রমাপদ চৌধুরী গল্পটি লিখেছেন সত্তর দশকে। জাতীয়তাবাদী আবেগ, সাম্যবাদী চিন্তাধারা, প্রমোটারের হাত ধরে নগরায়নের পরিকল্পনা কলকাতার নাগরিক জীবনকে ক্রমশ পালটে দিতে শুরু করেছে। একদিকে ভোগবাদী চিন্তাধারা অপরদিকে অর্থনৈতিক সমবন্টনের দৃষ্টিভঙ্গি সমাজকে বিশ্বায়নের পথ দেখাচ্ছে। বড় বাজার গল্পে বাজার নিয়ন্ত্রণে রাজনৈতিক তর্জায় ভাটা পড়ল। মধ্যবিত্ত জীবন সংকটের মধ্যে চলে গেল। মানুষের মন, শরীর, দুটি পা, দুটি হাত, অর্ধেক মগজ সবই যেন বাজার দরে বিকিয়ে গেছে। মানুষ পণ্যে পরিণত হয়েছে। কথকের মূল্যহীন আবেদন উত্তরণের পথ দেখিয়েছে। সব লোক বলাবলি করছে –

> "... হাসছে, দেখুন একটা হৃৎপিণ্ড ঘুরে বেড়াচ্ছে, কারণ ওটা কেউ কিনতে চায় না।"[৯]

এখন এ শুধু একটা হৃৎপিণ্ড একে আর মানুষ বলা যায় না। গভীর ব্যঞ্জনার মধ্যে দিয়ে গল্পটির পরিসমাপ্তি

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 7 Issue 12, December 2017,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell"s Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

ঘটেছে।

'দাম' গল্পটি রমাপদ চৌধুরীর অসাধারণ সৃষ্টি। শহর কোলকাতার একটি পরিবারের দাম্পত্য জীবনের সংকটকে দেখানো হয়েছে। 'দাম' অর্থাৎ মূল্য অর্থে গল্পটির নামকরণ করা হয়েছে। মাধবী, নিরঞ্জন আর অনন্তর পারস্পরিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে গল্পটি গড়ে উঠেছে। অনন্ত ও মাধবীর প্রেম সম্পর্ক পরিণতি পায়নি। মাধবীর বিয়ে হয়ে যায় নিরঞ্জনের সঙ্গে। আর অনন্ত খুলে বসে স্টুডিয়োর দোকান। মেসে থাকা, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা, সিনেমা দেখা আর দোকান চালানো নিয়ে অনন্তর দিন কেটে যায়। মাধবীর সঙ্গে অনন্তর অবৈধ প্রণয়ের বিষয়টি জানতে পেরে যায় নিরঞ্জন। মাধবী যে চিঠিগুলি অনন্তকে লিখেছি তা অনন্ত সযত্নে রেখে দেয়। একদিন রাত্রিবেলায় অনন্তর কাছে এসে নিরঞ্জন পয়সার বিনিময়ে সেই চিঠিগুলি কিনতে চাইল। কিন্তু সে ঘটনা যেন মাধবী না জানতে পারে সে কথাও নিরঞ্জন অনন্তকে বলল। ছ-হাজার টাকার বিনিময়ে নিরঞ্জন অনন্তর কাছে মাধবীর চিঠিগুলি নিতে চাইল। অনন্তও মনে মনে ছয় হাজার টাকার বাজেট কষে ফেলল। মধ্যবিত্ত মনের এ এক নিদারুণ দৃষ্টান্ত। অনন্ত রিনঞ্জনকে বলল, আমার আরও বেশি টাকার দরকার। কিন্তু নিরঞ্জনের তা দেওয়ার ক্ষমতা নেই। অনন্ত বলল, সাত হাজার টাকা যদি দেন তবে আমি ভেবে দেখতে পারি। ওদিকে মাধবীর সঙ্গে নিরঞ্জনের অশান্তির কারণ বাড়তে লাগল। শেষপর্যন্ত তা ডিভোর্সের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছোল। তারপর সেই চিঠিটা বের করে অনন্ত পড়তে থাকল আর মাধবীর জন্য ছটফট করতে লাগল। শেষে নিরঞ্জন ডিভোর্স চাওয়ার জন্য উকিলের কাছে গেল না। মাধবীও মনে মনে ভাবতে থাকল তার কাছে নিরঞ্জন আপন না অনন্ত। শেষে মাধবীর মনে হয়েছে নিরঞ্জনের জায়গায় অনন্তকে বসানো যায় না। অনন্তও পয়সার বিনিময়ে চিঠিগুলি নিরঞ্জনের হাতে তুলে দিল না। নিরঞ্জনের চোখের সামনে চিঠিগুলি সে দু-ভাঁজ করে ছিঁড়ে ফেলল।

শহর কলকাতার এক উচ্চবিত্ত পরিবারের জীবনকাহিনি নিয়েই গল্পটি গড়ে উঠেছে। শিবপ্রসাদবাবু, স্ত্রী হেমলতা, বড়ো ছেলে অতুল ও মেজছেলে প্রতুল – এদের জীবনকে নিয়ে গল্পের কাহিনিটি গড়ে উঠেছে। শহর কলকাতার নাগরিক জীবনকে সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে এই গল্পে। কলকাতার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন নগরায়নের পথকে প্রশস্ত করেছে, ধনতান্ত্রিক সভ্যতার বাড়-বাড়ন্ত শুরু হয়েছে। হেমলতাদেবী আর ভাড়াবাড়িতে থাকতে চান না। তাই বাড়ি করার জন্য জমি খুঁজতে বললেন অতুল ও প্রতুলকে। তারা লেক রোডের ধারে জায়গা দেখলেন, তিন হাজার টাকা কাঠা। আবার কোথাও দেখলেন দু-হাজার টাকা করে কাঠা। ক্রমাগত খোঁজ করে চলেছেন তাঁরা। বিজ্ঞাপন, দালাল, ঘোরাঘুরি করে ফার্ন রোডের কাছে একটা জায়গা ঠিক করলেন দু-হাজার টাকা কাঠা। কিন্তু শিবপ্রসাদবাবুর পছন্দ হয় না। হেমলতার ছেলেরাই একমাত্র ভরসা – হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। বিভিন্ন অজুহাতে শিবপ্রসাদবাবু জমি কেনাতে বাধা দিতে থাকলেন। শিবপ্রসাদবাবু ভাবেন জমির দাম কমবে তা শুনে হেমলতা হাসেন। লোহা, কাঠ, সিমেন্ট, চাল, চিনি, তেল – কোনোকিছুরই দাম কমবে না। এদিকে শিবপ্রসাদবাবুর জমানো টাকা শেষ হতে চলেছে। আজ শিবপ্রসাদবাবু হিসাব কষতে কষতে মাথায় রক্ত চড়ে যায়। শেষে বুঝতে পারলেন বাড়ি করবার মতো আর টাকা নেই। একসময় তাঁর চোখের কোণে ব্যর্থতা আর হাতাশার ছাপ ফুটে ওঠে। তাঁদের স্বপ্ন-স্বপ্নই থেকে গেল বাড়ি আর হল না। সোনার দাম বাড়ে, টাকার দাম কমে। সোনা রাখলে ডিম পাড়ে আর টাকা রাখলে ঘুণ ধরে।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 7 Issue 12, December 2017,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell"s Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

তথ্যসূত্র -

১. চৌধুরী রমাপদ, গল্পসমগ্র, 'রত্নকূট', দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৯৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা – ৭০০ ০৯, পৃ.৭।
২. ঐ, পৃ.১০।
৩. ঐ, পৃ.৮।
৪. ঐ, পৃ.১১।
৫. চৌধুরী রমাপদ, গল্পসমগ্র, 'সহযোগ', দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৯৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা – ৭০০ ০৯, পৃ.১২।
৬. ঐ, পৃ.১২।
৭. পুরকাইত উত্তম (সম্পাদক), রমাপদ চৌধুরী সংখ্যা : উজাগর, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ষান্মাসিক, একাদশ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, শিবানন্দধাম, সিজবেড়িয়া, উলুবেড়িয়া, হাওড়া, প্রকাশন ১৪২০, পৃ.১৮৪।
৮. চৌধুরী রমাপদ, গল্পসমগ্র, 'সহযোগ', দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৯৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা – ৭০০ ০৯, পৃ.১৪।
৯. চৌধুরী রমাপদ, গল্পসমগ্র, 'বড় বাজার', দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৯৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা – ৭০০ ০৯, পৃ.৬৪৩।

আকর গ্রন্থ

১. চৌধুরী রমাপদ, গল্পসমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ: মার্চ ১৯৬৪, তৃতীয় মুদ্রণ, জুন ২০১০।
২. চৌধুরী রমাপদ, কখনো আসেনি, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮।
৩. চৌধুরী রমাপদ, দরবারী, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ১৩৬১।

সহায়ক গ্রন্থ

১. চৌধুরী রমাপদ–হারানো খাতা, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৫, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০১৫, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
২. চৌধুরী শম্পা, রমাপদ চৌধুরীর কথাশিল্পী এবং মুশায়েরা, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ ২০১০।
৩. চৌধুরী শম্পা, রমাপদ চৌধুরীর কথাশিল্প : সময় যেখানে নায়ক, জানুয়ারি ২০১০।
৪. চৌধুরী শ্রীভুদেব, বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৭।
৫. দত্ত অম্লান, 'মধ্যবিত্তের ভবিষ্যৎ', ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮।
৬. দত্ত বীরেন্দ্র, কল্লোল প্রেক্ষিত ও ছোটগল্প, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০১।
৭. দত্ত বীরেন্দ্র, বাংলা ছোটগল্প: প্রসঙ্গ ও প্রকরণ (দ্বিতীয় খণ্ড) পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ১৯৮৫।
৮. দত্ত লিলি, জীবনশিল্পী মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, দে বুক স্টোর, কলকাতা ১৯৮৯।
৯. দাশ শিশিরকুমার, বাংলা ছোটগল্প, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ১৯৬৩, ষষ্ঠ সংস্করণ, আগস্ট ২০১২, শ্রাবণ ১৪১৯, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০ ০৭৩।
১০. দাশ শিশিরকুমার, বাংলা ছোটগল্প, দে'জ কলকাতা, ২০০৭।
১১. বন্দ্যোপাধ্যায় পার্থপ্রতিম, রমাপদ চৌধুরীর গল্প, কুঠার, শারদ সংখ্যা ১৪০৩।

১২. বন্দ্যোপাধ্যায় মধুমিতা, মাণিকের ছোটগল্পে মনস্তত্ব, দি জেনারেল বুকস্, কলকাতা, ২০০২।
১৩. বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ (সম্পাদনা), ছোটগল্পের মণিমুক্ত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১১।
১৪. বন্দ্যোপাধ্যায় রুমা, স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান (১৯৪৭-১৯৭৭), বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০০৫।
১৫. বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রী শ্রীকুমার, বঙ্গ সাহিত্যে উপ্যাসের ধারা, পুস্প, কলকাতা ২০০০-২০০১।
১৬. বন্দ্যোপাধ্যায় সরিৎ, তারাশঙ্কর ও সমকালীন সাহিত্য, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৯৯।
১৭. বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ কলকাতা, ২০০৩।
১৮. বন্দ্যোপাধ্যায় স্নিগ্ধা, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০০।
১৯. বসু বুদ্ধদেব, কালের পুতুল, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৭।

সহায়ক পত্র পত্রিকা

১. আচার্য অনিল (সম্পাদক) জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বিশেষ সংখ্যা, অনুষ্টুপ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক, বর্ষ-৪৩, সংখ্যা প্রাক্ শারদীয় ১৪১৬।
২. ঘোষ তারাপদ (প্রধান সম্পাদক), শৈলজানন্দ জন্মশতবর্ষ বিশেষ সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, (৯, ২৬, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২ ও ৯ মার্চ ২০০১, তথ্য অধিকর্তা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
৩. চৌধুরী শম্পা, সময় যখন নায়ক : রমাপদ চৌধুরীর কথাসাহিত্য, জিজ্ঞাসা, চতুর্বিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা।
৪. চৌধুরী শম্পা, রমাপদ চৌধুরীর গল্প, কিছু প্রাসঙ্গিক কথা, তবু একলব্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা, সপ্তম বর্ষ, বইমেলা সংখ্যা, কলকাতা, দিয়া পাবলিকেশন ২০১৩।
৫. চৌধুরী রমাপদ, আমরা সবাই, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৮০।
৬. পুরকাইত উত্তম (সম্পাদক), শতবর্ষে সুবোধ ঘোষ সংখ্যা, উজাগর, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ষান্মাসিক, প্রকাশন-১৪১৫।